أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/Z)

www.motaher21.net

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا

নিজের মুখ মাসজিদে হারামের দিকে ফিরাও।

Strive together all that is good.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৪৯

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, নিজের মুখ মাসজিদে হারামের দিকে ফিরাও। নিশ্চয়ই তা তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে পাঠানো সত্য। বস্তুত তোমরা যা করছো মহান আল্লাহ সে সম্পর্কে মোটেই গাফিল নন।

১৪৯ নং আয়াতের তাফসীর:

কিবলাহ পরিবর্তনের কথা তিনবার বলার কারণ

অত্র আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ তৃতীয় বারের মতো সর্বশেষ নির্দেশ দিয়েছেন যে, পৃথিবীর সর্বপ্রান্ত থেকেই মাসজিদে হারামকে কিবলাহ হিসেবে গ্রহণ করো। তিনবার বলে এই হুকুমের প্রতি বেশি জোড় দেয়া হয়েছে। কেননা এই পরিবর্তনের নির্দেশ এই প্রথম বারই ঘটেছে।

কেউ কেউ বলেন যে, তিনবার নির্দেশের সম্পর্ক পূর্ব ও পরের রচনার সাথে রয়েছে। প্রথম নির্দেশের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রার্থনা এবং তা কবূল হওয়ার বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় নির্দেশের মধ্যে এই কথার বর্ণনা রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাহিদা আমাদের চাহিদারই অনুরূপ ছিলো এবং সঠিক কাজও এটাই ছিলো। তৃতীয় নির্দেশের মধ্যে ইয়াহুদীদের দালীলের উত্তর রয়েছে। কেননা তাদের গ্রন্থে প্রথম হতেই এটা বিদ্যমান ছিলো যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কিবলাহ হবে কা ‘বা ঘর। সুতরাং এই নির্দেশের ফলে ঐ ভবিষ্যদ্বাণীও সত্যে পরিণত হয়। সাথে সাথে ঐ মুশরিকদের যুক্তিও শেষ হয়ে যায়। কেননা তারা কা ‘বাকে বরকত নয় ও মর্যাদাপূর্ণ মনে করতো আর এখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মনোযোগও ওরই দিকে হয়ে গেলো। ইমাম রাযী (রহঃ) প্রভৃতি মনীষী এখানে এই হুকুমের বারবার আনার হিকমাত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ‘যেন তোমাদের ওপর আহলে কিতাবের যুক্তি ও বিতর্কের কোন অবকাশ না থাকে।’ তারা জানতো যে, এই উম্মাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কা ‘বার দিকে সালাত আদায় করা। যখন তারা এই বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে না পাবে তখন তাদের সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু যখন তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এই কিবলাহর দিকে ফিরতে দেখলো তখন তাদের কোন প্রকারের সন্দেহ না থাকারই কথা।

পূর্বে কিবলাহর পরিবর্তনের বিচক্ষণতা

আর এটা একটা কারণ যে, যখন তারা মুসলিমদেরকে তাদের অর্থাৎ ইয়াহুদীদের কিবলাহর দিকে সালাত আদায় করতে দেখবে তখন তারা একটা অজুহাত দেখানোর সুযোগ পেয়ে যাবে। কিন্তু যখন মুসলিমরা ইব্রাহীম (আঃ)-এর কিবলাহর দিকে সালাত আদায় করবে তখন সে সুযোগ তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। আবুল ‘আলিয়া (রহঃ) বলেনঃ ইয়াহুদীদের এই যুক্তি ছিলো যে, আজ মুসলিমরা আমাদের কিবলাহর দিকে ফিরেছে, কাল তারা আমাদের ধর্ম মেনে নিবে। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহান আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে প্রকৃত কিবলাহ গ্রহণ করলেন তখন তাদের আশার গুড়ে বালি পড়ে যায়।’

এরপর মহান আল্লাহ বলেন যে, তাদের মধ্যে যারা ঝগড়াটে ও অত্যাচারী রয়েছে তারা ব্যতীত মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সমালোচনা করে বলতো যে, এই ব্যক্তি মিল্লাতে ইব্রাহীম (আঃ)-এর দাবী করছেন অথচ তাঁর কিবলাহর দিকে সালাত আদায় করেন না। এখানে যেন তাদেরকেই উত্তর দেয়া হচ্ছে যে, এই নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহান আল্লাহ্র নির্দেশের অনুসারী। তিনি স্বীয় পূর্ণ ও বিচক্ষণতা অনুসারে তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার নির্দেশ দেন, যা তিনি পালন করেন। অতঃপর তাঁকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর কিবলাহর দিকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন, যা তিনি সাগ্রহে পালন করেন। সুতরাং সর্বাবস্থায়ই মহান আল্লাহ্র নির্দেশাধীন।

অতঃপর মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে লক্ষ্য করে বলেন যে, তারা যেন ঐ সব অত্যাচারীর সন্দেহের মধ্যে পতিত না হয়। তারা যেন ঐ বিদ্রোহীদের বিদ্রোহকে ভয় না করে। তারা যেন ঐ যালিমদের অর্থহীন সমালোচনার প্রতি মোটেই দৃষ্টিপাত না করে। বরং তারা যেন একমাত্র মহান আল্লাহকেই ভয় করে। কিবলাহ পরিবর্তন করার মধ্যে এক মহৎ উদ্দেশ্য ছিলো বাতিল পন্থীদের মুখ বন্ধ করা এবং মহান আল্লাহ্র দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিলো মুসলিমদের ওপর তাঁর নি ‘য়ামত পূর্ণ করে দেয়া এবং কিবলাহর মতো তাদের শারী ‘আতকেও পরিপূর্ণ করা। এর মধ্যে আরেকটি রহস্য ছিলো যে, কিবলাহ হতে পূর্ববর্তী উম্মাতেরা ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলো মুসলিমরা যাতে এটা থেকে সরে না পড়ে। মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে এই কিবলাহ বিশেষভাবে দান করে সমস্ত উম্মাতের ওপর তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত করেছেন।

১৫০ নং আয়াতে

وَ مِنۡ حَیۡثُ خَرَجۡتَ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ ؕ وَ حَیۡثُ مَا كُنۡتُمۡ فَوَلُّوۡا وُجُوۡهَكُمۡ شَطۡرَهٗ ۙ لِئَلَّا یَكُوۡنَ لِلنَّاسِ عَلَیۡكُمۡ حُجَّةٌ ٭ۙ اِلَّا الَّذِیۡنَ ظَلَمُوۡا مِنۡهُمۡ ٭ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَ اخۡشَوۡنِیۡ ٭ وَ لِاُتِمَّ نِعۡمَتِیۡ عَلَیۡكُمۡ وَ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ ۙ

আর যেখান থেকেই তুমি চল না কেন তোমার মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও এবং যেখানেই তোমরা থাকো না কেন সে দিকেই মুখ করে নামায পড়ো, যাতে লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ খাড়া করতে না পারে-তবে যারা যালেম, তাদের মুখ কোন অবস্থায়ই বন্ধ হবে না। কাজেই তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো – আর এ জন্য যে, আমি তোমাদের ওপর নিজের অনুগ্রহ পূর্ণ করে দেবো এবং এই আশায় যে, আমার এই নির্দেশের আনুগত্যের ফলে তোমরা ঠিক তেমনিভাবে সাফল্যের পথ লাভ করবে

১৫০ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] ক্বিবলার দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশের তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। হয় এর উপর তাকীদ ও এর গুরুত্ব বর্ণনা করার জন্য অথবা এই জন্য যে, এটা কোন বিধানকে রহিত ঘোষণা করার প্রথম পরীক্ষা ছিল। তাই মনের মধ্যেকার সন্দেহ-সংশয় ও খুঁতখুঁতে ভাবকে দূর করার জন্য জরুরী ছিল যে, তার বারবার পুনরাবৃত্তি করে মানুষের অন্তরে সুদৃঢ় করে দেওয়া হোক। আবার এও হতে পারে যে, একাধিক কারণের জন্য এ রকম করা হয়েছে। এক কারণ তো এই ছিল যে, নবী করীম (সাঃ)-এর এটা আন্তরিক ইচ্ছা ও আশা ছিল। তা বর্ণনা করার জন্য এ কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বি ও দাওয়াতদাতার নিজস্ব পৃথক কেন্দ্র (ক্বিবলা) ছিল, তা বর্ণনা করে এ কথার পুনরাবৃত্তি হয়। তৃতীয় কারণ, বিরোধীপক্ষের অভিযোগসমূহের খন্ডনের জন্য তৃতীয়বার তা পুনরুক্ত হয়। (ফাতহুল ক্বাদীর)

[২] এখানে {ظَلَمُوْا} (সীমালংঘনকারী যালেম) থেকে বিদ্বেষ পোষণকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আহলে-কিতাবদের মধ্যে যারা কট্টর বিদ্বেষী, তারা জানে যে, শেষ নবীর ক্বিবলা কা'বাগৃহ হবে, তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র শত্রুতাবশতঃ বলবে যে, 'বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বাকে ক্বিবলা বানিয়ে মুহাম্মাদ শেষ

পর্যন্ত স্বীয় বাপ-দাদার ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে।' আবার কারো কাছে সীমালংঘনকারী বলে উদ্দেশ্য হল মক্কার মুশরিকগণ।

[৩] অর্থাৎ, যাতে আহলে-কিতাব বলতে না পারে যে, আমাদের কিতাবে তো ওদের ক্বিবলা কা'বা শরীফ বলা হয়েছে, অথচ ওরা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ছে।

[৪] 'তাদেরকে ভয় করো না' অর্থাৎ, মুশরিকদের কথার পরোয়া করো না। তারা বলেছিল যে, মুহাম্মাদ তো আমাদের ক্বিবলা গ্রহণ করে নিয়েছে, এবার অতি সত্বর দেখবে সে আমাদের দ্বীনও গ্রহণ করে নেবে। 'আমাকেই ভয় কর' অর্থাৎ, যে নির্দেশ আমি দিতে থাকব, তার উপর নির্ভয়ে আমল করতে থাকো। ক্বিবলার পরিবর্তনকে অনুগ্রহ পরিপূর্ণতা ও পথপ্রাপ্তি বলে আখ্যায়িত করে এ কথা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশের উপর আমল মানুষকে অনুগ্রহ, পুরস্কার ও সম্মানের অধিকারী বানায় এবং সে সুপথপ্রাপ্তি তথা হিদায়াতের তওফীক লাভ করে।

এখানে অনুগ্রহ বলতে নেতৃত্ব বুঝানো হয়েছে। বনী ইসরাঈলদের থেকে কেড়ে নিয়ে এই নেতৃত্ব উম্মাতে মুসলিমাকে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ প্রণীত বিধান অনুযায়ী একটি উম্মাতকে দুনিয়ার জাতিসমূহের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করা এবং মানবজাতিকে সৎকর্মশীলতা ও আল্লাহর ইবাদাতের পথে পরিচালিত করার দায়িত্বে তাকে নিয়োজিত করা ছিল তার সত্যানুসারিতার চরম পুরস্কার। এই নেতৃত্বের দায়িত্ব যে উম্মাতকে দেয়া হয়েছে তার ওপর আসলে আল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামত পরিপূর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ এখানে বলছেন, কিব্‌লাহ পরিবর্তনের এ নির্দেশটি আসলে এই পদে তোমাদের সমাসীন করার নিশানী। কাজেই অকৃতজ্ঞতা ও নাফরমানীর প্রকাশ ঘটলে যাতে এ পদটি তোমাদের থেকে ছিনিয়ে না নেয়া হয় সে জন্যও তোমাদের আমার এই নির্দেশ মেনে চলা দরকার। এটা মেনে চললে তোমাদের প্রতি এই নিয়ামত ও অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করে দেয়া হবে।

অর্থাৎ এই নির্দেশ মেনে চলার সময় মনে মনে এই আশা পোষণ করতে থাকো। এটা একটা রাজকীয় বর্ণনাভংগী মাত্র। বিপুল ক্ষমতার অধিকারী বাদশাহর পক্ষ থেকে যখন তাঁর কোন চাকরকে বলে দেয়া হয়, বাদশাহর পক্ষ থেকে অমুক অমুক অনুগ্রহ ও দানের আশা করতে পারো, তখন কেবলমাত্র এতটুকু ঘোষণা শুনেই সংশ্লিষ্ট চাকর বা রাজ কর্মচারী তার গৃহে আনন্দ-উল্লাস করতে পারে এবং লোকেরাও তাকে মোবারকবাদ দিতে পারে।

এ দু'টি আয়াতে বাইতুল্লাহর দিকে কেবলামুখী হবার জন্য তিনবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথম দু'টি নির্দেশ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সম্বোধন করে এবং পরের নির্দেশটি সর্বসাধারণের জন্য।

যাতে আহলে কিতাবরা তোমাদের ওপর যুক্তি ও বিতর্কের কোন অবকাশ না পায়। কেননা তারা জানে যে, এ উম্মাতের বৈশিষ্ট্য হল- কাবার দিকে কেবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করা। যখন তারা এ বৈশিষ্ট্য এ উম্মাতের মধ্যে দেখতে পাবে না তখন তাদের সন্দেহ জাগবে। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কাবার দিকে কেবলামুখী হয়ে গেলেন তখন তাদের কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না। তবে তাদের মধ্যে যারা যালিম তাদের কথা ব্যতীত। কাতাদাহ ও সুদ্দী (রহঃ) বলেন, যালিম হল কুরাইশ মুশরিকগণ। (তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪১৮)

অতএব কেবল আল্লাহ তা 'আলাকেই ভয় করা উচিত, মানুষকে নয়।

(لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ)

'অন্য কেউ তোমাদের সাথে বিতর্ক করতে না পারে' অর্থাৎ যাতে আহলে কিতাবগণ বলতে না পারে যে, আমাদের কিতাবে তো তাদের কেবলা কাবা বলা হয়েছে অথচ তারা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছে।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সালাতে বাইতুল্লাহর দিকে কেবলামুখী হওয়া ওয়াজিব।

২. সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ তা 'আলাকেই ভয় করতে হবে।

৩. নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা উচিত, নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে আরো বৃদ্ধি করে দেয়া হয়।